১৯-০২-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন হল 'দি বেস্ট', একেই সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়, এই পড়াতে যদি পাস করতে হয় তাহলে টিচারের মত-এ চলতে থাকো"

প্রশ্ন :-- বাবা এই ড্রামার রহস্য জেনেও তাঁর বাচ্চাদের দিয়ে কোন্ ধরনের পুরুষার্থ করান ?

উত্তর :-- বাবা জানেন যে নম্বর অনুসারে সব বাচ্চারা সতোপ্রধান হবে কিন্তু তিনি বাচ্চাদের দিয়ে এই পুরুষার্থ করান যে, বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করো যাতে সাজা ভোগ করতে না হয় । সাজার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো । চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে যদি স্মরণে থাক তাহলে অনেক খুশীতে থাকবে । আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন জানে যে, শিববাবা আমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখান । আমাদের যোগ কেমন, এ তো বাচ্চারাই জানে । আমরা যারা পবিত্র ছিলাম, তারাই এখন অপবিত্র হয়েছি কেননা ৮৪ জন্মের হিসেব তো চাই । এ হল ৮৪ জন্মের চক্র । এ কথাও তারাই জানবে যারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে । বাচ্চারা, তোমরা এ কথা বাবার কাছ থেকে জেনেছ । কোটির মধ্যে কয়েকজনই এ কথা মানবে । বাবা কত পরিষ্কার করে এই শিক্ষা দেন । বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই কথা মানবে । সবাই একরস ভাবে তো মানবে না । টিচারের পড়াকে সবাই একরস ভাবে মানবে না বা পড়বে না । নম্বর অনুসারে কেউ কুড়ি পায়, কেউ আবার অনেক মার্কস্ পায় । কেউ আবার ফেলও করে যায় । ফেল কেন করে ? কেননা তারা টিচারের মতে চলে না । ওখানে অনেক মত থাকে । এখানে একই মত পাওয়া যায় । এ হল আশ্চর্যজনক মত । বাচ্চারা জানে যে, বরাবর আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি । বাবা বলেন -- আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি...একথা কে বলছেন ? শিববাবা বলছেন । তিনি বলছেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, যাঁকে ভাগীরথ বলা হয়, ইনিও তাঁর নিজের জন্মকে জানতেন না । বাচ্চারা, তোমরাও জানতে না । আমি তোমাদের এখন বোঝাই । তোমরা এতো জন্ম সতোপ্রধান ছিলে তারপর সতো, রজো, তমোতে এসে নীচে নেমে এসেছো । এখন তোমরা এখানে পড়ার জন্য এসেছ । এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন হল উপার্জন, সোর্স অফ ইনকাম । এই পড়া হল "দি বেস্ট ।" ওই পড়াতে বলবে আই.সি.এস দি বেস্ট । তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ দেবতা ছিলে, এখন তোমাদের কোনো গুণ নেই । এই গায়নও আছে যে, নির্গুণ হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । সবাই এমন কথা বলতে থাকে । তারা মনে করে ভগবান সর্বত্র আছে । দেবতাদের মধ্যেও ভগবান আছে, এই কারণে দেবতাদের সামনে বসে বলতে থাকে, আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই.... কেবল তুমিই দয়া করতে পার । এমনও গাওয়া হয় যে, বাবা ব্লিসফুল, দয়ালু, আমাদের উপর দয়া করেন । মানুষ বলে - হে ঈশ্বর, কৃপা করো । তারা বাবাকে ডাকে, এখন সেই বাবা তোমাদের সামনে এসেছেন । এমন বাবাকে যে জানে তার কতো খুশী হওয়া উচিত । বেহদের বাবা, যিনি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমাদের আবার সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্ব দেন, তাই কতো অগাধ খুশী হওয়া উচিত ।

তোমরা জানো যে, এই শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছ । তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । অর্ধেক কল্প রাবণের মত চলে । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, এখন তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে । এ হলো রাবণ রাজ্য । যখন এই রাবণের উপর জয় পাবে তখনই রামরাজ্য স্থাপন হবে । বাবা বলেন যে, তোমরা আমার গ্লানি করো । বাবার নামের কীর্তন করার পরিবর্তে গ্লানি করে । বাবা বলেন যে, তোমরা আমার কতো অপকার করেছো । এও ড্রামাতে বানানো আছে । এখন তোমাদের বোঝানো হয় যে, এইসব বিষয় থেকে মুক্ত হও । এককে স্মরণ করো । এমন বলাও হয়ে থাকে, সৎসঙ্গ ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করে । তাহলে কে ডুবিয়ে দিল ? তোমাদের সাগরে কে ডুবিয়েছে ? বাচ্চাদেরই তো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে, তাই না । তোমরা জান যে, আমারই নাম বাগানেই মালী, কান্ডারী । অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ বেহদের বাবার অনেক গ্লানি করেছে । তাও বেহদের বাবা তাদের বেহদের সুখ দান করেন । অপকারকারীরও তিনি উপকার করেন । ওরা বুঝতে পারে না যে আমরা অপকার করছি । ওরা খুব খুশী হয়ে বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । এখন এমন তো হতেই পারে না । প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । এও তোমরা জানো যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে । এও তোমরা জানো যে, যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন আর কোনো রাজ্য ছিল না । ভারত তখন সতোপ্রধান ছিল । এখন ভারত হলো তমোপ্রধান । বাবা আসেন এই দুনিয়াকে সতোপ্রধান করতে । এও বাচ্চারা তোমরাই জান । সম্পূর্ণ দুনিয়া যদি জানতে পারে তাহলে কিভাবে সবাই এখানে পড়ার জন্য আসবে । তাই বাচ্চারা, তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত । খুশীর মতো খাবার নেই । সত্যযুগে তোমরা খুব খুশী থাকো । দেবতাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি খুব সূক্ষ্ম হয় । তাঁরা খুব খুশী থাকে । এখন তোমরা খুশী পেয়েছো । তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম । বাবা এখন আবার আমাদের এমন ফার্স্টক্লাস যুক্তি বলে দিচ্ছেন । গীতাতেও প্রথম শব্দটি রয়েছে - "মনমনাভব" । এ তো গীতা এপিসোড, তাই না । গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে । সেটা হল ভক্তিমার্গ । বাবাও এই জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন এতে বিরক্ত কিছু নেই । কেবল তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া । কলিযুগে দেখো মানুষের অবস্থা কেমন হয়ে গেছে । এখানে অনেক মানুষ হয়ে গেছে । সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা আর একটিই বাচ্চা হয় । সেখানে একটিই রাজ্য চলে । এই ড্রামা বানানো আছে । তাহলে এক হলো সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আর দ্বিতীয় হলো যোগ । জ্ঞানের ধুরিয়া আর হোলি । মুখ্য বিষয় বাবা বলেন যে - এইসময় সকলেরই তমোপ্রধান জরাজীর্ণ অবস্থা, বিনাশ সামনে উপস্থিত । বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে ডেকেছ তোমাদের পবিত্র বানানোর জন্য । তোমরা পতিত হয়ে গেছ । আমাকেই পতিত - পাবন বলা হয় । তোমরা এখন আমার সাথে যোগ লাগাও ,আমাকে স্মরণ করো । আমি তোমাদের সবকিছুই সঠিক বলে দেবো । বাকি জন্ম - জন্মান্তর তোমরা ভুল হয়ে এসেছো । তাই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছ ।

বাবা বাচ্চাদের বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । কে বানালো এমন ? পাঁচ বিকার । মানুষ তো এতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে মাথাই খারাপ করে দেয় । শাস্ত্রার্থ যদি করে তাহলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে । একে অপরকে লাঠির আঘাতও করে । এখানে তো বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান, এতে শাস্ত্র কি করবে ? পবিত্র তো হতেই হবে, তাই না । কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসতে হবে । সতোপ্রধানও অবশ্যই হতে হবে । বাবা বলেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । তোমাদের আত্মা যদি তমোপ্রধান হয় তাহলে শরীরও তোমরা তমোপ্রধান পাবে । সোনা যতো ক্যারেটের হবে গয়নাও তেমনই হবে । খাদ তো দেওয়া হয়, তাই না । তোমাদের এখন ২৪ ক্যারেট সোনা হতে হবে । দেহী - অভিমানী ভব । দেহ - অভিমানে আসার

কারণে তোমরা ছি - ছি হয়ে গেছো । কোনো খুশী নেই । অসুস্থতা, রোগ ইত্যাদি সবকিছুই আছে । এখন আমিই তো পতিত পাবন । আমাকে তোমরা ডেকেছো । আমি কোনো সাধু সন্ত আদি নই । কেউ আসে আর বলে - গুরুজীর দর্শন করবো । বলো, গুরুজী তো নেই আর দর্শন করাতেও কোনো লাভ নেই । বাবা তো সমস্ত কথাই সহজে বুঝিয়ে বলেন । যতো স্মরণ করবে, ততই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে । এরপর দেবতা হয়ে যাবে । তোমরা এখানে আবারও সতোপ্রধান দেবতা হতে এসেছো । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জং দূর হয়ে যাবে । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । পুরুষার্থেই তো হবে, তাই না । তোমরা উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । স্নান করতে করতে কি তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ? নিজেকে আত্মা মনে করে যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জং দূর হয়ে যাবে আর তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । আমি তোমাদের কতো সম্পদ দান করি । তোমরা এখানে এসেছো বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য । ওখানে তোমরা সোনার মহল তৈরী করবে । তোমাদের কতো হীরে - জহরত থাকবে । ভক্তিতে যে মন্দির বানানো হয় সেখানে কতো হীরে জহরত থাকে । অনেক রাজারাই মন্দির নির্মাণ করেন । এতো হীরে, সোনা কোথা থেকে আসে ? এখন তো তা আর নেই । এই ড্রামাও তোমরাই জানো যে, কিভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । যারা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছে, একমাত্র তাদের বুদ্ধিতেই এই কথা ঢুকবে । নম্বরের ক্রমানুসারেই তারা বুঝতে পারবে । এখানে বুঝতে পারা যায়, কারা খুব সেবা করে, খুব খুশীতে থাকে, যোগে থাকে । এই অবস্থা শেষের দিকে হবে । যোগই অত্যন্ত জরুরী । তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা যখন এসেছেন তখন তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । তোমরা এও বল যে, বাবা তো আমার সাথেই আছেন । আমি শুনছি । তোমাদের যখন শোনান, আমিও শুনতে থাকি । কাউকে তো শোনাবেন, তাই না । জ্ঞান অমৃতের কলস তোমরা মায়েরা পাও । মায়েরা সবাইকে তা ভাগ করে দেন । তারা অনেক সেবাও করেন । তোমরা সকলেই হলে সীতা । রাম হলেন একজন । তোমরা সবাই বধূ (ব্রাইডস), আমি হলাম পাত্র (ব্রাইডগ্রুম । আমি তোমাদের শৃঙ্গার করিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিই । গায়নও আছে যে উঁনি আমাদের বাবারও বাবা, পতিরও পতি । একদিকে মানুষ মহিমা করে অন্যদিকে গ্লানি করে দেয় । শিববাবার মহিমা আলাদা আবার কৃষ্ণের মহিমা আলাদা । সকলের জায়গা আলাদা - আলাদা । এখানে সবাইকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে । এ হলো অন্ধকারের রাজ্য, এখন তোমরা অবশ্য বাবার হয়েছ । তোমরা হলে শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । তোমাদের সকলেরই অধিকার আছে, এই বাবার কাছে তো সম্পত্তি নেই । সম্পত্তি পাওয়া যায় হদের আর বেহদের বাবার থেকে । তৃতীয় আর কেউই নেই যার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । ইনি বলেন, আমিও এনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউই স্মরণ করব না । সত্যযুগে থাকে একজন বাবা আর রাবণ রাজ্যে থাকে দুইজন বাবা । সঙ্গম যুগে থাকে তিনজন বাবা - লৌকিক, পারলৌকিক আর তৃতীয় হল এই আশ্চর্যের অলৌকিক বাবা । এনার দ্বারাই বাবা আমাদের আশীর্বাদী বর্সা দেন । ইনিও ওঁনার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পান । ব্রহ্মাকে এডমও বলা হয় । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে তো বাবাই বলা হবে । মনুষ্য ঝাড় ব্রহ্মার থেকে শুরু হয়, তাই তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো । তোমাদের বোঝানোর জন্য চিত্রও আছে । এখন এতে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করার দরকারই নেই । ঋষি - মুনিদের জিজ্ঞেস করলে তারাও কিছুই না, কিছুই না বলে দেয় । এখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন । তাই এমন বাবাকে কতো ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত ।

এখন ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা, তোমরা উপরে উঠছো । কল্পে কল্পে নম্বরের ক্রমানুসারে কেউ সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো হয় । এমনই পদ ওখানে পাওয়া যায়, তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো তাহলে সাজা ভোগ করবে না । তিনি অবশ্যই পুরুষার্থ করান । যদিও তিনি জানেন, তারাই হতে পারবে যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল, তবুও অবশ্যই তিনি পুরুষার্থ করান । যারা বাবার কাছাকাছি থাকেন তারা পূজাও খুব ভালোভাবে করে থাকেন । প্রথমদিকে তোমরা আমারই পূজা করো । তারপর অন্য দেবতাদের পূজা করো । এখন তোমাদের দেবতা হতে হবে । তোমরা যোগবলের দ্বারা তোমাদের রাজ্য স্থাপন করছ । যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী নাও । বাহুবলে কেউই বিশ্বের বাদশাহী নিতে পারে না । ওরা ভাই - ভাইকে নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করিয়ে দেয় । কতো বারুদ তৈরী করে । ধারে একে অপরকে দিতে থাকে । বারুদ হলো বিনাশের জন্য কিন্তু এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না, কেননা তারা মনে করে এই কল্প লাখ বছরের । মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে । বিনাশ হয়ে যাবে আর সকলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত থাকবে । কেউই জাগবে না । তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছো । বাবা হলেনই জাগ্রত জ্যোতি, নলেজফুল । বাচ্চারা, তোমাদের তিনি নিজের সমান বানান । ও হলো ভক্তি আর এ হলো জ্ঞান । এই জ্ঞানে তোমরা সুখী হও । তোমাদের মনে হওয়া উচিত, আমরা আবার সতোপ্রধান হচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । একেই বলা হয় বেহদের সন্ন্যাস । এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়ে যাবে । এতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক সাহায্য করে । সেই সময় তোমরা সম্পূর্ণ খাবারও পাবে না । আমরা আমাদের খুশীর খাবারেই খুশী থাকবো । তোমরা জানো যে, এইসবই শেষ হয়ে যাবে । এতে মন খারাপের কোনো কথাই নেই । বাচ্চারা, আমি তোমাদের সতোপ্রধান বানাতেই আসি । এ তো কল্পে কল্পে আমারই কাজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বয়ং ভগবান আমাদের উপর দয়া করেছেন, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নেশায় থাকতে হবে । পড়া হল সোর্স অফ ইনকাম তাই মিস্ করবে না ।

২) অগাধ খুশীর অনুভব করতে হবে এবং করাতে হবে । চলতে - ফিরতে দেহী - অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে থেকে আত্মাকে অবশ্যই সতোপ্রধান করতে হবে ।

বরদান :--- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তন করে আধারমূর্ত ভব

তোমরা বাচ্চারা কেবল নিজের জীবনের জন্যই আধার নয়, কিন্তু বিশ্বের সমস্ত আত্মাদের আধারমূর্তি । তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা এই বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে । তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা এই বিশ্বের আত্মা এবং প্রকৃতি দুইই পবিত্র হচ্ছে । দৃষ্টির দ্বারাই সৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে । তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । এখন তোমরা যখন এতো বড় দায়িত্বের মুকুটধারী হচ্ছ তখন তোমরা ভবিষ্যতে মুকুট এবং সিংহাসনের অধিকারী হবে ।

স্লোগান :-- সর্বশক্তিমান বাবাকে যদি নিজের সাথী বানিয়ে নাও তাহলে কোনো বিঘ্নই তোমাদের আটকাতে পারবে না ।